নিরপেক্ষ বচন এবং গুণ ও পরিমাণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচনের শ্রেণীবিভাগ :-

নিরপেক্ষ বচনে কারো সম্বন্ধে নিঃশর্তভাবে কোন কিছু বলা হয়। এই ক্ষেত্রে ‘যার’ সম্বন্ধে বলা হয় এবং ‘যা’ বলা হয়, দুটিই হল বিষয়। অর্থাৎ নিরপেক্ষ বচনে দুটি মাত্র বিষয় থাকে। এই বিষয় দুটির প্রত্যেকটিই শব্দ(ছাত্র) হতে পারে, আবার শব্দ-সমষ্টি (মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র) হতে পারে। এই শব্দ বা শব্দ-সমষ্টিকে পদ বলে। অর্থাৎ নিরপেক্ষ বচনের বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন শব্দ বা শব্দ-সমষ্টিকে পদ বলে। নিরপেক্ষ বচনের এই পদ দুটির একটির সঙ্গে অন্যটির সম্বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এই সম্বন্ধ স্বীকৃতির হতে পারে। যেমন ফুল হয় লাল। এখানে ফুলকে লাল বলে স্বীকার করা হচ্ছে। আবার অস্বীকৃতিরও হতে পারে। যেমন ফুল নয় লাল। এখানে ফুলকে লাল বলে স্বীকার করা হচ্ছে না। এইভাবে স্বীকৃতির সম্বন্ধকে স্বরূপ সম্বন্ধ ও অস্বীকৃতির সম্বন্ধকে বিরূপ সম্বন্ধ বলে।

তাহলে এক কথায় বলা যায়, যে-বাক্যের মাধ্যমে দুটি পদের মধ্যে স্বরূপ বা বিরূপ সম্বন্ধ ঘোষণা করা হয়, অর্থাৎ একটি পদ সম্বন্ধে অন্য পদটিকে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়, এবং এই ঘোষণা বা স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি কোন রকম শর্তের ওপর নির্ভর করে না, তাকে নিরপেক্ষ বচন('যেমন সক্রেটিস হন একজন দার্শনিক।'**Categorical proposition)**বলে।

যে বচনে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদ সম্বন্ধে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় কোন শর্তের ওপর নির্ভর করে, তাকে বলা হয় সাপেক্ষ বচন **(Non-categorical proposition)**। যেমন যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে ফসল ভালো হয় বা আমি যাবো অথবা তুমি আসবে। দুটি বচনের স্বীকৃতি শর্তের ওপর নির্ভরশীল।

* নিরপেক্ষ বচনের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য :-

১। নিরপেক্ষ বচন হল যুক্তির অংশ বা অঙ্গ।

২। নিরপেক্ষ বচন হল বিবৃতিমূলক বাক্য বা ঘোষক বাক্য। এখানে ক) দুটি পদ বা বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ঘোষণা করা হয়। (খ) এই সম্বন্ধ স্বরূপ বা স্বীকৃতির সম্বন্ধ হতে পারে, আবার বিরূপ বা অস্বীকৃতিরও হতে পারে। (গ) এই সম্বন্ধ কোনরূপ শর্তের ওপর নির্ভর করে না।

৩। বচনে ঘোষিত বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গতি-অসঙ্গতি অনুসারে বচন সত্য বা মিথ্যা হতে পারে।

নিরপেক্ষ বচনের অংশ বা উপাদান :-

একটি নিরপেক্ষ বচনে সাধারণত দুটি পদ ও তাদের মধ্যবর্তী একটি সম্বন্ধ থাকে। কজেই একটি নিরপেক্ষ বচনকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি অংশ বা উপাদান পাওয়া যায় -

১। উদ্দেশ্য পদ : কোন বচনে যে পদ সম্বন্ধে কোন কিছু ঘোষণা করা হয়, তাকে উদ্দেশ্য পদ বলে। যেমন ফুল হয় লাল - এই বচনটিতে ফুল সম্বন্ধে কোনকিছু ঘোষণা করা হচ্ছে। তাই 'ফুল' হল উদ্দেশ্য পদ।

২। বিধেয় পদ : কোন বচনে উদ্দেশ্য পদ সম্বন্ধে যা কিছু ঘোষণা করা হয়, তাকে বিধেয় পদ বলে। যেমন ফুল হয় লাল - এই বচনে ফুল অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে লাল বলা হয়েছে। তাই এখানে 'লাল' শব্দটি হল বিধেয় পদ।

৩। সংযোজক : কোন বচনে যে চিহ্নের দ্বারা উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যবর্তী স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির সম্বন্ধকে প্রকাশ করা হয়, তাকে সংযোজক বলে। সংযোজক সর্বদাই ‘হওয়া’ ধাতুর বর্তমান কালের আকারে থাকে। যেমন ‘গোলাপ হয় সুগন্ধি’ - এই বচনে সংযোজক হিসাবে ‘হয়’ কথাটি রয়েছে। এটি স্বীকৃতির সম্বন্ধকে প্রকাশ করছে। আবার ‘জবা নয় সুগন্ধি’ - এই বচনে সংযোজক হিসাবে ‘নয়’ কথাটি রয়েছে। এটি অস্বীকৃতির সম্বন্ধকে প্রকাশ করছে। তাহলে বলা যায় স্বীকৃতিসূচক সংযোজক হল হয়, হও বা হই। আবার অস্বীকৃতিসূচক সংযোজক হল নয়, নও বা নই।

সংযোজকের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য :

১। সংযোজক উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদের মাঝখানে থাকে।

২। সংযোজক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ‘হয়’ আকারে এবং অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে ‘নয়’ আকারে থাকে।

৩। উদ্দেশ্য ও বিধেয় হল পদ। কিন্তু সংযোজক পদ নয়। এটি দুটি পদের মধ্যবর্তী সম্বন্ধসূচক চিহ্ন।

৪। যে-সব বাক্যে ক্রিয়াপদ সংযোজকের আকারে, অর্থাৎ ‘হওয়া’ ধাতুর আকারে থাকে না, সেখানে বচন-আকার দেখাবার সময় সংযোজককে পৃথকভাবে নির্দেশ করতে হয়। যেমন বাক্য = সূর্য পূর্বদিকে ওঠে। বচন = সূর্য হয় বস্তু যা পূর্বদিকে ওঠে।

৫। সংযোজক সর্বদাই বর্তমান কালে থাকে। কোন বাক্যে অতীত বা ভবিষ্যতের কোন প্রসঙ্গ থাকলে বচন-আকার দেখাবার সময় এই প্রসঙ্গকে বিধেয় পদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয়। যেমন বাক্য : দশরথ অযোধ্যার রাজা ছিলেন। বচন : দশরথ হন ব্যক্তি যিনি অযোধ্যার রাজা ছিলেন।

বাক্য : রাম এই বছর পরীক্ষা দেবে।   বচন : রাম হয় ব্যক্তি যে এই বছর পরীক্ষা দেবে।

সংযোজকের কাজ :

১। বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদকে যুক্ত করা।

২। উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যবর্তী স্বীকৃতিমূলক বা অস্বকৃতিমূলক সম্বন্ধকে প্রকাশ করা।

৩। বাক্য ও বচনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা।

উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের বিশেষত্ব :

একটি বচনের উদ্দেশ্য পদ জাতি বাচক যেমন মানুষ, ফুল ইত্যাদি বোঝাতে পারে, আবার ব্যক্তি বাচক বা একবাচকও হতে পারে। যেমন রাম, সে, ঐ গাছটি ইত্যাদি। বিধেয় পদে ওই জাতি বা ব্যক্তি (এক)-এর গুণ বা লক্ষণকে ঘোষণা করা হয়। গুণ বা লক্ষণ হল বিশেষণ। কিন্তু বিশেষণের পদ হওয়ার যোগ্যতা নাই। তাই কোন বচনে যদি কোন বিশেষণ বিধেয় হিসাবে থাকে, তাহলে তাকে বিশেষ্যের আকারে নিয়ে আসতে হবে। যেমন সৎ (বিশেষণ), সৎব্যক্তি হল বিশেষ্য, ভারী বিশেষণ , ভারী বস্তু হল হল বিশেষ্য। একইভাবে মরণশীল এর যায়গায় মরণশীল জীব ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিরপেক্ষ বচনের পরিমাণ :
একটি বচনের বিধেয় পদে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলা হয়। পদ হিসাবে উদ্দেশ্য পদ কোন বিষয়কে নির্দেশ করে। এই বিষয়টি একটি জাতি বা শ্রেণীর সমগ্র হতে পারে, আবার অংশও হতে পারে। উদ্দেশ্য পদের এই সমগ্র বা অংশকে বচনের পরিমাণ হিসাবে দেখা হয়।

পরিমাণ অনুসারে বচনের শ্রেণীবিভাগ :

পরিমাণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচন দুরকমের হতে পারে - সার্বিক এবং বিশেষ।

সার্বিক বচন : যে-নিরপেক্ষ বচন বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের দ্বারা নির্ধারিত জাতি বা শ্রেণীর 'সমগ্র' বা অংশ সম্পর্কে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক বচন বলে। যেমন :

১। সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব। এটি একটি সার্বিক বচন। কারণ এখানে 'মরণশীল জীব' পদটিকে সমগ্র মানুষ জাতি সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ রাম, রহিম প্রভৃতি প্রত্যেককেই মরণশীল জীব বলা হয়েছে।

২। কোন মানুষ নয় অমর জীব। এটিও একটি সার্বিক বচন। কারণ এখানে 'অমর জীব' পদটিকে সমগ্র মানুষ জাতি সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ রাম, রহিম প্রভৃতি মানুষের কাউকেই অমর বলা হয় নি।

বিশেষ বচন : যে-নিরপেক্ষ বচনে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের দ্বারা নির্ধারিত জাতি বা শ্রেণীর ‘একটি অংশ’ সম্পর্কে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়, তাকে বিশেষ বচন বলে। যেমন :

১। কোন কোন মানুষ হয় সৎ ব্যক্তি। এটি একটি বিশেষ বচন। কারণ, এখানে ‘সৎ ব্যক্তি’ পদটিকে মানুষ জাতির অন্তর্ভূক্ত কয়েকজন সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে।

২। কোন কোন ফুল নয় লাল বস্তু। এটি একটি বিশেষ বচন। কারণ, এখানে ‘লাল বস্তু’ পদটিকে ফুল জাতির অন্তর্ভূক্ত কয়েকটি সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে।

অনেকক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একবাচক পদ নিরপেক্ষ বচনের উদ্দেশ্য হিসাবে থাকে। এক্ষেত্রে বচনের পরিমাণ কি হবে ? নির্দিষ্ট একবাচক পদ ‘একটি’ বা ‘একজন’-কে নির্দেশ করে। এই একের কোন অংশ থাকতে পারে না। এই এক সামগ্রিকভাবেই ‘এক’। তাই নামপদ (রাম), সর্বনাম (সে), নির্দিষ্ট বিশিষ্ট পদ(ওই গাছটি) প্রভৃতি এক বাচক পদ কোন বচনের উদ্দেশ্য হিসাবে থাকলে বচনটিকে সার্বিক বচন হিসাবে স্বীকার করতে হবে। যেমন :

১। ওই গাছটি হয় বটগাছ।

২। রাম হয় সৎ ব্যক্তি।

৩। সে নয় মেধাবী।

নিরপেক্ষ বচনের গুণ:

একটি নিরপেক্ষ বচনে উদ্দেশ্য ও বিধেয় - এই দুটি পদের মধ্যে সম্বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এই সম্বন্ধ স্বীকৃতিমূলক হতে পারে, আবার অস্বীকৃতিমূলকও হতে পারে।

গুণ অনুসারে বচনের শ্রেণী বিভাগ :

গুণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচন দু-প্রকার হতে পারে - হ্যাঁ-বাচক এবং না-বাচক।

হ্যাঁ-বাচক বচন : উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে স্বরূপ বা স্বীকৃতির সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়, তাকে হ্যাঁ-বাচক বচন বলে। ‘হয়’, ‘হও’ এবং ‘হই’ এই তিনটি হল স্বীকৃতির চিহ্ন। সংযোজক হিসাবে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মাঝখানে এদের কোন একটি থাকলেই নিরপেক্ষ বচনটি হ্যাঁ-বাচক বচন হবে। যেমন :

১। সকল মানুষ হয় মরণশী জীব। এটি একটি হ্যাঁ-বাচক বচন। কারণ এখানে ‘হয়’ সংযোজকটির দ্বারা ‘মরণশীল জীব’ পদটিকে মানুষ জাতি সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে।

২। কোন কোন মানুষ হয় সৎ ব্যক্তি। এটি একটি হ্যাঁ-বাচক বচন। কারণ এখানে ‘হয়’ সংযোজকটির দ্বারা ‘সৎ ব্যক্তি’ পদটিকে কয়েকজন মানুষ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে।

না-বাচক বচন : যে-নিরপেক্ষ বচনে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে বিরূপ বা অস্বীকৃতির সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়, তাকে না-বাচক বচন বলে। ‘নয়’, ‘নও’ এবং ‘নই’ - এই তিনটি হল অস্বীকৃতির চিহ্ন। সংযোজক হিসাবে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মাঝখানে এদের কোন একটি থাকলেই নিরপেক্ষ বচনটি না-বাচক বচন হবে। যেমন

১। কোন মানুষ নয় অমর ব্যক্তি। এটি একটি না-বাচক বচন। কারণ, এখানে ‘নয়’ সংযোজকটি দ্বারা ‘অমর ব্যক্তি’ পদটিকে মানুষ জাতি সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে।

২। কোন কোন মানুষ নয় পরিশ্রমী ব্যক্তি - এটি একটি না-বাচক বচন। কারণ, এখানে ‘নয়’ সংযোজকটির দ্বারা পরিশ্রমী ব্যক্তি পদটিকে কয়েকজন মানুষ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে।

নিরপেক্ষ বচনের গুণ ও পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতি :

বচনের পরিমাণ সূচক চিহ্ন হিসাবে উদ্দেশ্য পদের সঙ্গে ‘সকল’, ‘কোন কোন’ প্রভৃতি শব্দগুলি থাকে। এদের মানক বলে। এই মানক দেখেই বচনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। যেমন (১) সকল মানক থাকলে সার্বিক বচনকে নির্দেশ করে।

(২) তেমনি কোন কোন মানক বিশেষ বচনকে নির্দেশ করে।

(৩) একবাচক বচনে কোন মানক থাকে না - তাই এই ধরণের বচন সার্বিক বচন বলে গণ্য হয়।

গুণ ও পরিমাণের যুগ্ম-ভিত্তিতে নিরপেক্ষ বচনের চতুবর্গ পরিকল্পনা :

গুণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচন সদর্থক নঞর্থকভেদে দু-প্রকার। আবার পরিমাণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচন সামান্য ও বিশেষভেদে দু-প্রকার। অ্যারিষ্টটলীয় যুক্তিবিজ্ঞানে গুণ ও পরিমাণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচনকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একেই নিরপেক্ষ বচনের চতুবর্গ পরিকল্পনা বলে। চতুবর্গ পরিকল্পনা অনুযায়ী চার শ্রেণীর নিরপেক্ষ বচন হল নিম্নরূপ :

১) সার্বিক সদর্থক বচন A
২) সার্বিক নঞর্থক বচন E
৩) বিশেষ সদর্থক বচন I
৪) বিশেষ নঞর্থক বচন O

১) সার্বিক সদর্থক বচন বা A বচন : যে বচনে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের দ্বারা নির্ধারিত জাতি বা শ্রেণীর সমগ্র সম্বন্ধে স্বীকার করা হয়, তাকে সার্বিক সদর্থক বা A বচন বলে। যেমন :

উদাহরণ বচন	বাস্তব দৃষ্টান্ত	আকার
(ক) A	সকল কুকুর হয় চতুষ্পদ প্রাণী।	সকল S হয় P

এখানে কুকুর পদটি সমগ্র কুকুর জাতিকে নির্দেশ করছে। তাই এটি সার্বিক বচন। আবার সংযোজক হয় থাকার জন্য এটি সদর্থক বচন বা A বচন।

(খ)	সক্রেটিস হন একজন দার্শনিক।	S হন P

এখানে সক্রেটিস একটি নামপদ। এর কোন অংশ নাই। তাই এটি সার্বিক বচন। আবার সংযোজক হয় থাকায় এটি সদর্থক বচনও বটে।

২) সার্বিক নঞর্থক বা E বচন : যে বচনে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের দ্বারা নির্ধারিত জাতি বা শ্রেণীর সমগ্র সম্বন্ধে অস্বীকার কারা হয়, তাকে সার্বি না-বাচক বচন বা E বচন বলে।

উদাহরণ	বচন	বাস্তব দৃষ্টান্ত	আকার
(ক)	E	কোন মানুষ নয় চতুষ্পদ জীব।	কোন S নয় P

এখানে চতুষ্পদ জীব পদটিকে সমগ্র মানুষ জাতি সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই এটি একটি সার্বিক বচন। আবার, সংযোজক নয় বা না-বাচক। তাই নঞর্থক বচনও বটে।

(খ)		সক্রেটিস নয় অলস ব্যক্তি।	S নয় P

এখানে সক্রেটিস একটি নামপদ। এর কোন অংশ নাই। তাই এটি সার্বিক বচন। আবার, সংযোজক নয় না-বাচক হওয়ায় এটি নঞর্থক বচনও বটে।

৩) বিশেষ সদর্থক বচন বা I বচন : যে বচনে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের দ্বারা নির্ধারিত জাতি বা শ্রেণীর একটি অনির্দিষ্ট অংশ সম্বন্ধে স্বীকার করা হয়, তাকে বিশেষ সদর্থক বচন বা I বচন বলে।

উদাহরণ	বচন	বাস্তব দৃষ্টান্ত	আকার
	I	কোন কোন মানুষ হয় সৎ	কোন কোন S হয় P

এখানে মানুষ বলতে সব মানুষকে বোঝানো হয়নি। মানুষ জাতির একটি অংশকে বোঝানো হয়েছে। তাই এটি বিশেষ বচন। আবার সংযোজক হয় বা হ্যাঁ-বাচক। তাই এটি সদর্থক বচন।

৪) বিশেষ না-বাচক বচন বা O বচন : যে বচনে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের দ্বারা নির্ধারিত জাতি বা শ্রেণীর একটি অনির্দিষ্ট অংশ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়, তাকে বিশেষ না-বাচক বচন বা O বচন বলে।

উদাহরণ	বচন	বাস্তব দৃষ্টান্ত	আকার
	O	কোন কোন মানুষ নয় সৎ	কোন কোন S নয় P

এখানে ফুল বলতে সব ফুলকে বোঝানো হয়নি। ফুল-জাতির একটি অংশকে বোঝানো হয়েছে। তাই এটি একটি বিশেষ বচন। আবার সংযোজন নয় বা না-বাচক হওয়ায় এটি একটি নঞর্থক বচন।

শ্রেণী : যুক্তিবিজ্ঞানে শ্রেণী বলতে এমন কোন বিশেষ গুণ সাধারণভাবে বর্তমান এমন কোন বস্তু বা ব্যক্তিসমষ্টিকে শ্রেণী বলা হয়। যেমন 'বিচারবুদ্ধিত্ব' - এই বিশেষ গুণটি মানুষ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় মানুষ একটি শ্রেণী। ঠিক একইভাবে হাতি, ঘোড়া, উট, সিংহ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী প্রভৃতি এক একটি শ্রেণী। যুক্তিবিজ্ঞানে নিরপেক্ষ বচনে উদ্দেশ্য ও বিধেয় বলতে উদ্দেশ্য শ্রেণী ও বিধেয় শ্রেণীকে বোঝায়।

পরিপূরক শ্রেণী : কোন শ্রেণীর পরোপূরক শ্রেণী হল সেই ব্যক্তি বা বস্তুসমষ্টি যা মূল শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। কোন একটি শ্রেণীর অন্তর্গত যে সদস্য থাকে, সেই সকল সদস্য ভিন্ন আর প্রত্যেকটি সদস্য একত্রে ওই শ্রেণীর পরিপূরক শ্রেণী (Complementary Class)। যেমন ‘মানুষ’ একটি শ্রেণী। এর পরিপূরক শ্রেণী হল ‘মানুষ নয়’ এমন সকল শ্রেণীর সমষ্টি। তাহলে দেখা গেল কোন একটি শ্রেণীর পরিপূরক বা বিরুদ্ধ শ্রেণী হল অনেকগুলি শ্রেণীর সমষ্টি।

একটি শ্রেণীর যেমন একটি পরিপূরক শ্রেণী থাকে, তেমনি একটি পদেরও একটি পরিপূরক পদ থাকে। একটি পদের পরিপূরক পদ হল সেই পদের সমস্ত বিপরীত পদের সমষ্টি। যেমন ‘সাদা’ একটি পদ। এর বিপরীত পদ হল কালো, লাল, সবুজ ইত্যাদি সকল রঙ বাচক পদ অর্থাৎ সাদা ভিন্ন সকল পদ। এই সাদা ভিন্ন সকল পদ একত্রে সাদা পদের বিরুদ্ধ পদ বা পরিপূরক পদ যা প্রকাশ করা হয় অ-সাদা নাম দিয়ে। ‘সাদা’র বিপরীত পদ ‘কালো’ কিন্তু বিরুদ্ধ বা পরিপূরকপদ হল ‘অ-সাদা’।

শূন্যগর্ভ শ্রেণী : শূন্যগর্ভ শ্রেণী বলতে এমন একটি শ্রেণীকে বোঝায় যার মধ্যে কোন ব্যক্তি বা বস্তু সদস্য হিসাবে উপস্থিত নাই। এটি একটি সদস্যহীন শ্রেণী। যেমন মৎস্যকন্যার শ্রেণী, সোনার পাহাড়ের শ্রেণী, বৃত্তাকার চতুর্ভূজের শ্রেণী ইত্যাদি। উক্ত বাক্যাংশের প্রত্যেকটি এমন একটি শ্রেণীকে নির্দেশ করছে যা সদস্যহীন। আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানে এই ধরনের শ্রেণীকে বোঝানোর জন্য ‘0’ প্রতীক চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ধরাযাক্ S একটি শূন্যগর্ভ শ্রেণী বা সদস্যহীন শ্রেণী। এই শ্রেণীকে বোঝানোর জন্য ‘0’ প্রতীক চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। S যদি একটি শূন্যগর্ভ শ্রেণী হয় তবে S ও 0-এর মাঝখানে একটি সমীকরণ চিহ্ন (=) ব্যবহার করে সেই কথা ব্যক্ত করতে হয়। আবার যদি S শ্রেণী সদস্যহীন না হয়, অর্থাৎ S শ্রেণীর একজন হলেও সদস্য থাকে, তখন S ও 0-এর মাঝখানে ($\neq$) অসমতার চিহ্ন ব্যবহার করে উভয়কে যুক্ত করতে হয়। তাহলে S শূন্যগর্ভ শ্রেণীর সাংকেতিকরণ হল $S = 0$ এবং S শূন্যগর্ভ শ্রেণী নয়, এর সাংকেতিকরণ হল $S \neq 0$।

বচন-আকারের পূর্ণাঙ্গ ক্রম

বচন	মানক	উদ্দেশ্যপদ	সংযোজক	বিধেয়পদ	মন্তব্য
A	সকল	মানুষ	হয়	মরণশীল।	সকল + হয় = সামগ্রিকভাবে স্বীকার।
A	X	সক্রেটিস	হন	একজন দার্শনিক।	নামপদ + হয় =সামগ্রিকভাবে স্বীকার।
E	কোন	মানুষ	নয়	অমর।	কোন + নয় = সামগ্রিকভাবে অস্বীকার
E	X	রাম	নয়	ধনী ব্যক্তি।	নামপদ + নয় = সামগ্রিকভাবে অস্বীকার।
I	কোন কোন	মানুষ	নয়	সৎ।	কোন কোন + হয় = আংশিকভাবে স্বীকার।
O	কোন কোন	মানুষ	নয়	সৎ।	কোন কোন + নয় = আংশিকভাবে অস্বীকার।

কোন বাক্যকে বচনে রূপান্তরিত করতে গেলে সেটি ওপরে লেখা যে-কোন একটি রূপ গ্রহণ করবেই।

পদের ব্যাপ্যতা

যখন কোন পদ তার সমগ্র বাচ্যার্থকে বুঝিয়ে থাকে, তখন তাদের ব্যাপ্য পদ বলা হয়। বাচ্যার্থ বলতে পদবাচ্য ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়। কোন পদ উচ্চারণ করা মাত্র পদটি যে অর্থকে বুঝিয়ে থাকে সেই অর্থই হল পদটির বাচ্যার্থ। গোরু পদটি উচ্চারণ করলে সকল কালের সকল গোরুকে বোঝায়। হাতি বলতে সকল কালের সকল হাতিকে বোঝায়। এইভাবে পদ যে অর্থকে নির্দেশ করে সেই অর্থই হবে ঐ পদের বাচ্যার্থ। যখন কোন পদ সেই পদবাচ্য সকল অর্থকে বোঝাবে তখন সেটি হবে ব্যাপ্য পদ। কোন বচন কোন পদকে ব্যাপ্য করে যদি সেই পদটির দ্বারা নির্দেশিত শ্রেণীর সকল সভ্যকে উক্ত বচনে বোঝানো হয়। এবার দেখা যাক্ আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ বচনের কোন্ কোন্ পদগুলি ব্যাপ্য এবং কোন্ পদগুলি অব্যাপ্য।

A বচনে উদ্দেশ্যপদ ব্যাপ্য হয়।

‘সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব’ - এখানে উদ্দেশ্যপদ ‘মানুষ’ শ্রেণীর সমস্ত বাচ্যার্থকে বোঝায়। তাই উক্ত বচনে ‘মানুষ’ উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপ্য। কিন্তু ‘মরণশীল জীব’ এই বিধেয় পদটি জীব শ্রেণীর একটি অংশমাত্রকে বোঝায়। সমগ্র বাচ্যার্থকে বোঝায় না। উক্ত বচনের বিধেয় পদ ‘মরণশীল জীব’ পদটি অব্যাপ্য। তাহলে সহজ কথায় **A** বচনের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য, বিধেয় পদ অব্যাপ্য।

E বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য।

'কোন মানুষ নয় পূর্ণ' - এই বচনে উদ্দেশ্য পদ মানুষ শ্রেণীর সকল সদস্য সম্পর্কে 'পূর্ণ' বিধেয়টিকে অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ শ্রেণীটি সমগ্রভাবে পূর্ণ শ্রেণীর বর্হিভূত। তাই উদ্দেশ্যপদ সমগ্র বাচ্যার্থকে নির্দেশ করায় 'মানুষ' পদটি ব্যাপ্য। আবার 'পূর্ণ' - এই বিধেয় পদটিও সম্পূর্ণভাবে মানুষ শ্রেণীর বর্হিভূত। অর্থাৎ বিধেয়পদে সম্পূর্ণ বাচ্যার্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই 'পূর্ণ' এই বিধেয় পদটিও ব্যাপ্য। তাই বলা যায় E বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য।

I বচনে কোন পদ ব্যাপ্য নয়।

‘কোন কোন মানুষ হয় সৎ’ - এই বচনের উদ্দেশ্য পদেতে মানুষ শ্রেণীর একটি নির্দিষ্ট অংশ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে বিধেয় পদেতে। তাই সমগ্র বাচ্যার্থ সম্পর্কে স্বীকার না করায় উদ্দেশ্যপদ অব্যাপ্য। আবার বিধেয় পদ ‘সৎ’ -এর সমগ্র বাচ্যার্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়নি। একটি নির্দিষ্ট অংশ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। তাই বিধেয় পদটিও অব্যাপ্য। সুতরাং   বচনের কোন পদই ব্যাপ্য নয়।

O বচনের উদ্দেশ্যপদ অব্যাপ্য কিন্তু বিধেয়পদ ব্যাপ্য।

‘কোন কোন মানুষ নয় সৎ’ - এই বচনে উদ্দেশ্যপদ ‘মানুষ’ এই শ্রেণীর একটি অংশ সম্পর্কে বিধেয় পদেতে অস্বীকার করা হয়েছে। সমগ্র অংশ সম্পর্কে নয়। তাই উদ্দশ্যপদ অব্যাপ্য। কিন্তু এই বচনের বিধেয়পদটি ব্যাপ্য। কারণ ‘সৎ’ এই পদের সমগ্র বাচ্যার্থকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই বচনের বক্তব্য হল ‘সৎ’ শ্রেণীর কোন একটি সদস্যও উদ্দেশ্যপদ নির্দেশিত ‘মানুষ’ শ্রেণীর সদস্য নয়। প্রকৃত কথা হল যখন কোন কিছুকে কোন একটি শ্রেণীর বর্হিভূত মনে করা হয় তখন তাকে সমগ্র শ্রেণীটির বর্হিভূত মনে করা হয়। তাই বিশেষ নঞর্থক বচনের বিধেয়পদটি ব্যাপ্য।

সংক্ষেপে আমরা আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ বচনের ব্যাপ্যতার নিয়মটিকে নিম্নোক্তরূপে উপস্থাপন করতে পারি।

A বচনে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য, বিধেয় পদ অব্যাপ্য।

E বচনে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য।

I বচনে উদ্দেশ্য ও বিধেয় কোন পদই ব্যাপ্য নয়।

O বচনে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য নয়, কিন্তু বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

উক্ত চারটি নিরপেক্ষ বচনের পদের ব্যাপ্যতা দেখে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে -

সার্বিক বচন (A, E) উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য।

বিশেষ বচনে (I, O) উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য।

সদর্থক বচনে (A, I) বিধেয় পদ অব্যাপ্য।

নঞর্থক বচনে (E, O) বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

বাক্য ও বচন

যে শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, তাকে বাক্য বলে। আর যে-বাক্যের মাধ্যমে দুটি ধারণার মধ্যবর্তী সম্বন্ধকে প্রকাশ করা হয়, তাকে বচন বলে। যদিও বাক্য ও বচন দুটি ক্ষেত্রেই আমাদের মনের ভাব বা ধারণাকে ভাষায় প্রকাশ করতে চাই, দুটি ক্ষেত্রেই আমাদের বক্তব্য উদ্দেশ্য এবং বিধেয় নিয়ে গঠিত হয়, তাহলেও দুটির মধ্যে প্রকৃতি ও গঠনের দিক থেকে নানা রকম পার্থক্য আছে।

১) বাক্যের মাধ্যমে বচন প্রকাশিত হয়। তাই প্রত্যেকটি বচনই বাক্য। কিন্তু প্রত্যেকটি বাক্যকে বচন বলা যায় না। কেবল যে-বাক্যের মাধ্যমে কোন কিছু ঘোষণা করা হয়, অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি অসঙ্গতি অনুযায়ী যে-বাক্য সত্য বা মিথ্যা হতে পারে, তাকেই শুধু বচন বলা হয়। যেমন সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব। এটি বচন কারণ এটি ঘোষক বাক্য এবং সত্যও বটে। আবার কী আশ্চর্য (বিস্ময় সূচক), মঙ্গল হোক (ইচ্ছা), এদিকে এসো (আদেশ সূচক) - এগুলি বাক্য। কিন্তু বচন নয়। কারণ, কোন কিছু ঘোষণাও করছে না, আবার সত্য বা মিথ্যাও নয়।

২) এক বা একাধিক শব্দ নিয়ে বাক্য গঠিত হতে পারে। কিন্তু বচন গঠিত হয় দুটি পদ নিয়ে। যাদের একটি হল উদ্দেশ্য পদ এবং অপরটি হল বিধেয় পদ। যেমন তুমি অধম হইলে বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন? - বাক্য। প্লেটো (উদ্দেশ্য) হয় একজন দার্শনিক (বিধেয়)।

৩) বচনে উদ্দেশ্য, বিধেয় ও সংযোজক এই তিনটির পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকে। কিন্তু বাক্যে এদের একটি কিংবা দুটি অংশও উহ্য থাকতে পারে। যেমন বচন = ফুল (উদ্দেশ্য) হয় (সংযোজক) লালবস্তু (বিধেয়)। বাক্য = (ক) ফুল লাল। - সংযোজক (হয়) নাই। (খ) অপূর্ব - এই বাক্যে উদ্দেশ্য পদ (এই দৃশ্যটি) নাই। আবার সংযোজক (হয়)ও নাই।

৪) বচনে গুণ ও পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। বাক্যে গুণ ও পরিমাণ সেইভাবে উল্লেখ থাকে না। বাক্য = পাহাড়ীরা পরিশ্রমী। বচন = সকল(সার্বিক পরিমাণ), পাহাড়ী (উদ্দেশ্য), হয় (সংযোজক বা হ্যাঁ বাচক গুণ), পরিশ্রমী ব্যক্তি (বিধেয়)।

৫) বাক্যের ক্ষেত্রে শুদ্ধতা বিচার করা হয় এবং এই বিচার ব্যকরণের নিয়ম অনুযায়ী করা হয়। কিন্তু বচন যদিও বাক্য, তাহলেও এর সত্যতা বিচার করা হয় এবং এই বিচার বাস্তবের সঙ্গে বক্তব্যের সঙ্গতি অ-সঙ্গতি অনুযায়ী করা হয়। দৃষ্টান্ত : বাক্য = সূর্য হয় বস্তু যা পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে(ব্যকরণের নিয়ম অনুযায়ী শুদ্ধ বাক্য)। বচন = পৃথিবী হয় বস্তু যা সূর্যের চারদিকে ঘোরে (বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি অনুযায়ী সত্য বচন)।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ